সংবাদ

তারিখ 04 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রত্যেক জেলায় একটি করে টেক্সটাইল কলেজ, ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বস্ত্র শিল্পে দক্ষ জনবল তৈরিতে কাজ করছে সরকার। পাশাপাশি দেশের প্রতিটি বৃহত্তম জেলায় একটি করে টেক্সটাইল কলেজ এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে ভকেশনাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম।

রাজধানীর বস্ত্র পরিদফতরের সম্মেলন কক্ষে বিজেএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলনে। সভায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে সচিব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, বস্ত্র পরিদফতরের পরিচালক ইসমাইল হোসেন , বিটিএমসির সভাপতি বিগ্রে. জে. মো. বায়জিদ সারোয়ারসহ বিজেএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে বস্ত্র খাত থেকে রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নিত করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে দিয়ে দেয়া অনেক বস্ত্রকল বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। বেসরকারি খাতে দেয়ার সময় যেসব শর্ত দেয়া হয়েছিল সেসব শর্ত ভঙ্গকারীদের থেকে বস্ত্রকল আবার ফিরিয়ে আনা হবে। এসব বস্ত্রকল যেসব জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা চাইলে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ)-এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিজ দেয়া হবে।

তিনি বলেন, বস্ত্র ও পোশাকখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রয়োজনে দেশে বিদ্যমান ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০১৪ ও ২০১৫ বছরে সর্বমোট ৬ হাজার ৪৭৬ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ডিগ্রি/সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বস্ত্রশিল্পের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন বস্ত্র আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে খসড়া আইনটির ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সুবিধাভোগীদের মতামত দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তা চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ব্যবসায়ীরা টেক্সটাইল শিল্পে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহসহ অবকাঠামোগত উন্নতি করার দাবি জানিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এ সকল দাবি ও পরামর্শ সম্পর্কে বলেন, এ খাততে যে সব সমস্যা রয়েছে তা সরকার অবগত আছে। এ সমস্যা দূর করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।